দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 09 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১৬... কলাম ...৫...

# যৌতুকলোভী শিক্ষক স্বামীর নির্যাতনে গৃহবধূ হাসপাতালে

**স্টাফ রিপোর্টার, পঞ্চগড় ॥** বোদার পল্লীতে যৌতুকলোভী পাষণ্ড শিক্ষক স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার এক গৃহবধূ সদর হাসপাতালের বেডে চিকিৎসাধীন রয়েছে। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের নির্যাতনে গুরুতর জখম গৃহবধূকে হাসপাতাল থেকে অপহরণসহ নানা ধরনের হুমকি অব্যাহত রেখেছে। এ অবস্থায় গৃহবধূসহ তার পরিবার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। নির্যাতিত গৃহবধূর নাম রীনা রানী বর্মণ। বাবার নাম মনোহরী বর্মণ। বাড়ি আটোয়ারী উপজেলার মেহেরপুর গ্রামে।

অভিযোগে জানা যায়, গত এক বছর আগে বোদা উপজেলার বাগানবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (হিন্দু ধর্ম) সতীশ চন্দ্র রায়ের সঙ্গে রীনা রানীর বিয়ে হয়। বিয়ের সময় সতীশ চন্দ্র রায়ের চাহিদা অনুযায়ী রীনার পরিবার যৌতুকসহ বিভিন্ন উপহারসামগ্রী দেয়। কিন্তু এর পরও সতীশের মন ভরে না। রীনার পরিবারের কাছে আরও ১০ লাখ টাকা যৌতুক চায়। স্বামীর দাবি অনুযায়ী যৌতুকের টাকা রীনার গরিব বাবার পক্ষে দেয়া সম্ভব না হওয়ায় প্রতিনিয়তই রীনাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৬ এপ্রিল সতীশ রীনাকে বাবার বাড়ি থেকে ১০ লাখ টাকা আনতে বলে। এতে রাজি না হলে সতীশ ও তার পরিবারের লোকজন রীনাকে বেধড়ক মারপিট করে। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে রীনা পালিয়ে পঞ্চগড় সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়।

এ বিষয়ে সদর হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ রাজিউর রহমান জানান, রীনার শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখমের চিহ্ন পাওয়া গেছে।